সংবাদ

020

২৮।৭।৮২

৩২৪

এতে কি প্রাথমিক শিক্ষার ফায়দা আছে ?

হুকুমজারি করা হয়েছে প্রাথমিক শ্রেণীসমূহে শিক্ষার সময় বাড়াতে হবে। ছয় ঘন্টা যথেষ্ট নয়। আরও এক ঘন্টা বাড়িয়ে সাত ঘন্টা ধরে পড়াতে হবে কচি বাচ্চাদের। সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করে হুকুমনামা পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে নতুন বছর আরম্ভ হওয়ার আগেই। হুকুম তামিলে যাতে বিলম্ব না ঘটে হয়তো তারই জন্য ডিসেম্বর মাসের অর্ধেক পার হতে না হতেই নির্দেশ পাঠানো হয়েছে যথাস্থানে।

অকস্মাৎ এমন আদেশ বা নির্দেশ জারি করার খেয়াল শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের মাথায় চাপলো কেন তার কূল-কিনারা মেলে না। করার মতো কাজ খুঁজে না পেয়েই কি এমন একটা নিয়ম চালু করার জন্য তাঁরা মেতে উঠেছেন। এ বুদ্ধি তাঁদের মাথা দিয়ে বের হতে পারলো কিভাবে? যাদের এখনো শৈশব ও বাল্যকাল পার হয়নি তাদেরকে একটানা সাত ঘন্টা গৃহ-বন্দী রেখে বিদ্যা মগজে গেঁথে দেয়ার বুদ্ধি অভিনবই বলতে হবে। সরকারী শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা আছেন, তাঁদের অনেকে হয়তো বিদেশী ডিগ্রীধারী কিংবা বিদেশ সফরের অভিজ্ঞতা অর্জনকারী। সে সব দেশে প্রাথমিক শিক্ষার ধারা কি, কচি বাচ্চারা ক্লাসে কতক্ষণ আটকা থাকে, স্কুলের সময়ের মধ্যে কি কি করে এবং কেমনভাবে তাদেরকে বিদ্যা শিক্ষা দেয়া হয় তা তাঁদের জানা থাকার কথা। সেখানে প্রাথমিক পর্যায়ে দৈনিক শিক্ষার সময় ছয় বা সাত ঘন্টা হয়তো নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু এই সময়টা বাচ্চাদের ক্লাস রুমে বন্দী হয়ে ও অভুক্ত অবস্থায় থেকে কাটাতে হয় না। তাদের প্রফুল্ল ও সতেজ রাখার ব্যবস্থা স্কুলে থাকে।

আমাদের শিক্ষাকর্তারা প্রাথমিক শ্রেণীতে পড়ানোর সময় বৃদ্ধির নির্দেশ জারি করতে গিয়ে সম্ভবতঃ বিদেশী প্রাথমিক শ্রেণীর পড়াশুনার সময়ের বিষয়টাই মনে রেখেছেন। ভাবেননি, অন্যান্য করণীয় কাজের দিক সম্পর্কে। দেশের অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা বর্তমানে কেমন? ঘর আছে, দুয়ার নেই, পড়ুয়া আছে পড়ানেওয়ালা নেই। ঘর-দরজা আসবাবপত্র, শিক্ষার উপকরণাদি এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী সবই যথাযথভাবে রয়েছে দেশে এমন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হাতে গোণা যায়। বিশ হাজারেরও বেশী প্রাথমিক শিক্ষকের পদ শূন্য পড়ে আছে বছরের পর বছর। শিক্ষকের অভাবে ক্লাসে পড়াশুনা হয় না, আবার শিক্ষক থাকতেও নেই এমন খবরও কম ছাপা হয় না পত্র-পত্রিকায়। দুর্নীতির ভূত শিক্ষা বিভাগকেও ছেড়ে কথা কয়নি। তার হাত মফস্বল অবধি যে পৌঁছেছে সে খবরও হরদম মেলে। স্কুলের বরাদ্দ, শিক্ষকদের বেতন-ভাতা প্রভৃতির টাকার উল্লেখযোগ্য অংশ ভূতের ভোগে যে লাগছে তা এক রকম ওপেন সিক্রেট। ফলে স্কুল ও শিক্ষকদের দুর্দশা এবং শিক্ষায়ও গোল হরিবোল। হুকুমদাতাদের হাতে কাজ না থাকলে এদিকে একটু নজর দিতে পারতেন। তাহলে বিদ্যালয়ে লেখা-পড়ার কিছু উন্নতির আশা থাকতো।

এই করণীয় কাজ না করে এমন এক নিয়ম চালু করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে যা কেবল অবাস্তবই নয়, নির্যাতনমূলকও। প্রাথমিক কেন, মাধ্যমিক এমনকি উচ্চ পর্যায়ের অধিকতর বয়স্ক শিক্ষার্থীদের পক্ষেও দৈনিক সাত ঘন্টা শিক্ষালয়ের গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকা কষ্টকর। তাতে তাদের মন ও স্বাস্থ্যের উপর চাপ পড়তে বাধ্য। প্রাথমিক পর্যায়ের কচি বাচ্চাদের দুই-ই এর ফলে নষ্ট হবে। তাছাড়া এখন বিদ্যালয়গুলোতে দৈনিক যতটুকু সময় ক্লাস হয় তা কেন এবং কি কারণে সে বিষয়েও খোঁজ-খবর নেয়ার পর সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত সময় বাড়ানো না কমানোর দরকার। বিদেশে কর্মজীবীদের দৈনিক আট ঘন্টা কাজ করতে হয়। সরকারী, বেসরকারী সকল ক্ষেত্রে এই একই নিয়ম। এ দেশে সরকারী দফতরে কাজের সময় ছয় ঘন্টা থেকে সাড়ে ছয় ঘন্টা বাধা থাকলেও এর অর্ধেক সময় কাজ অধিকাংশ লোকেই করেন না। কর্তারা তো চাকরিতে আরও কম সময় খরচ করেন। কর্তাব্যক্তিরা নিজেরা যা করেন না, কচি বাচ্চাদের উপর তা চাপিয়ে দেয়া কেন? একি শিক্ষার উন্নতির পথ না শিশু শিক্ষার্থীদের শাস্তির নয়া বিধান?